হাতে লেখা পত্রিকা ২০২৩

রেওয়াজ

দ্বিতীয়বর্ষ

প্রথম সংখ্যা

DR. ABHIJIT SAHA
23.04.2026

Dr. Abhijit Saha
Asst. Prof. and H.O.D.
Department of Bengali
Duliajan College, Dibrugarh
Duliajan, Assam-786602

স্বাক্ষর

বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
• সম্পাদকীয়		২
• প্রচ্ছদ		৩
• কবিতা নীরব	রঞ্জিতা দাস	৪
• ছবি	রঞ্জিতা দাস	৫
• চিঠি	রুচিকা পাল	৬
• কবিতা বৃষ্টি	রঞ্জিতা দাস	৭
• ভ্রমণ কাহিনী আমাদের যাত্রা	রঞ্জিতা দাস	৮-১০
• অলৌকিক ঘটনা ছায়া	রুমি পাল	১১-১২
• ছোট গল্প গ্রামের মেয়ে সীমা	রুমি পাল	১৩-১৪
• রহস্য গল্প রহস্যময়ী বাড়ি	রঞ্জিতা দাস	১৫-১৬
• কবিতা নতুন সমাজ	রুমি পাল	১৭

সম্পাদকীয়

'রেওয়াজ' শব্দের অর্থ হল অভ্যাস। 'রেওয়াজ' সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা মানুষের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। তবে সব রেওয়াজই ইতিবাচক নয়। সমাজের কল্যানের জন্য প্রয়োজনীয় 'রেওয়াজ' সংরক্ষণ করা উচিত, আর অপ্রয়োজনীয় বলতে বোঝা যায়। সমাজের নির্দিষ্ট সম্প্রদায় সাংস্কৃতিক বা প্রচলিত প্রথার অভ্যাস, দীর্ঘদিন চলে আসা ঐতিহ্য। 'রেওয়াজ' অনেক ক্ষেত্রে সমাজের মূল্য বোধ, ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত থাকে। বাংলা বিভাগের হাতে লেখা দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকাটি প্রকাশিত হল। আগামী দিনের বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের লেখা-লেখি ও সৃজনমূলক রচনার 'রেওয়াজ' বজায় রেখে এই হাতে লেখা পত্রিকাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের বিশ্বাস।

—।— ধন্যবাদ —।—

প্রচ্ছদ

- রুচিকা পাল

সম্পাদক

- রঞ্জিতা দাস

সহ-সম্পাদক

- রঞ্জিতা দাস
- রশ্মি পাল

অলংকরণ

- রঞ্জিতা দাস
- রশ্মি পাল
- রুচিকা পাল

নীরব

এই পৃথিবীতে কত মানুষ
কত তাদের রূপ ॥
সমাজে আছে তারা হয়ে চুপ
থাকে তারা বুজে মুখ।
কত কি হয় এই সমাজে
মানুষের চোখের সামনে ॥
দেখে তারা চোখ বুজে
কেনো করে তারা এমন।
মুখ খুলবে কি তারা ?
না থাকবে এমনি চুপ করে
সইবে নীরবে সব কিছু
নাকি খুলবে চোখ তারা ?

~ রঞ্জিতা দাস

তেজপুর
তারিখঃ ২২/০৪/২০২৬

শ্রদ্ধেয় পিতা,

সর্বপ্রথম আমার প্রনাম নেবেন। আশা করি আপনি ভালো আছেন। মাকে আমার প্রনাম ও ভাইকে আমার ভালো বাসা জানাবেন। আমিও এখানে ভালো আছি।

আমাদের মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ থেকে, আমাদের ইংরাজী ১০ মে তারিখে উড়িষ্যা ভ্রমনে নিয়ে যাবে। তাই আমি আপনার অনুমতি চাই। আপনার অনুমতি পেলে আমিও সবার সাথে ভ্রমনে যাব।

আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, কারন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষরা নিজেদের দায়িত্বে আমাদেরকে নিয়ে যাবেন এবং নিয়ে আসবেন।

এই উদ্দেশ্যে আমার আপনার কাছে এই চিঠি লেখা।

ইতি
আপনার স্নেহের
অপরূপা

~ রুচিকম পা

বৃষ্টি

আমি আছি বসে
সেই জানালার পাশে,
আকাশে দেখি মেঘ হাঁসে
বৃষ্টি আসবার আগে।

মনের আনন্দে চাহি বাহিরে
চাহি এই অপূর্ব পৃথিবী,
জানিনা কেন ভালো লাগে নিজেকে
ভিজিলে এই বৃষ্টি।

মনের খুশিতে ময়ূর নাচে,
ব্যাঙেরাও করে গান
সুর তুলে নাচে ভুবনমোহিনী
দেখে ভরে এই প্রাণ।

আমি আছি বসে
সেই জানালার পাশে,
নীল আকাশে মেঘ আপনি যায় ভেসে
সবুজ ঘাসের বুকে
ভোরের শিশির হাসে।।

— রঞ্জিতা দাস.

আমাদের যাত্রা

শিলং থেকে দার্জিলিং আমাদের যাত্রা আমরা সব বন্ধু-বান্ধবীরা মিলে এবার পরিকল্পনা করলাম ঘুরতে যাবো। আমাদের যাবার দিন ছিল 25 জানুয়ারী সেই দিন আমাদের ট্রেনের টিকিট কাটা হলো। যাবার কথা ছিল গুয়াহাটি থেকে শিলং এবং শিলং থেকে দার্জিলিং।

আমাদের ট্রেনছিল রাত্রি বেলা। ট্রেনে সকলে এক সাথে হই হুল্লোর ও মজা করতে করতে আমরা গুয়াহাটি থেকে ট্রেনে উঠি। এখানে আমরা পাঁচ জন মেয়ে ও চার জন ছেলে বন্ধু-বান্ধবী। আমরা ছোটো থেকে এক সাথে বড় হয়েছি, কিন্তু এই আমাদের প্রথম কোনো জায়গায় ঘুরতে যাওয়া। আমি

প্রথম দিন: সকাল সকাল দিকে আমরা শিলং পাহাড়ে অর্থাৎ শিলং শহরে পৌঁছাই। শিলং হল মেঘালয়ের রাজধানী, একটি খুব সুন্দর শহর যা দেখে আমাদের মন আনন্দে ভরে গেলো। আমরা আমাদের এই যাত্রার জন্য খুব উৎসাহিত হয়ে গেলাম। আমরা সবাই আগের থেকেই গাড়ি হোটেল সবকিছু বুকিং করে রেখেছিলাম। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা

গাড়ি করে হোটেল যায় এবং সেখানে গিয়ে কিছুক্ষন, আরাম করে। নিজেদের জিনিস পত্র ঠিক-ঠাক করে, সবাই ঘুরতে বেরিয়ে যায়। এরমধ্যে আমরা গাড়ি, করে আসে পাশে জায়গায়, পাহাড়, বাজার সব কিছু ঘুরি সেই সব অনুভূতি ছিল অপরূপ সবাই এক সাথে মজা করে সেই দিন কেটে যায়। হোটেলে এসে রাতে সকলে মিলে "ক্যাম্প ফায়ার" লাগিয়ে সকলে এক সাথে বসে গান, বাজনা করে আনন্দ করি। এই করে সেই পুরো দিন পার হয়ে যায়। হাঁসি মজার সাথে।

এরপর দ্বিতীয় দিন আমরা সকাল আট টাই। উঠে, সকালের খাওয়ার খেয়ে হোটেল থেকে বের হয়ে যায় পুরো শিলং শহর দেখার জন্য। আমরা একজন "Tourist Guide" এর থেকে পরামর্শ নিয়ে সেখান থেকে Scooty ভাড়া করে ঘুরতে বের হই। কেন না সেইটি ছিল কম খরচে ঘুরার জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় আমরা সকলে সেই যানবাহন নিয়ে শিলং শহরের সৌন্দর্য উপভোগ করি। দেখি ঝড়না, চেরাপুঞ্জিও আরোও অনেক কিছু, সব দেখে চলে আসি। এখানে আমাদের থেকে একটী Scooty র ভাড়া হাজার টাকা করে নেন।

তৃতীয় দিন শিলং থেকে আমরা গাড়ি করে চলে যাই দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে। রাস্তায় অনেকটা সময় যাত্রার পর দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে যাই "তিস্তা নদীর" সামনে সেখানে আমাদের গাড়ি কিছু সময়ের জন্য থামে। আমরা অনেক ছবি